

৭৭৫

সরল প্রশ্ন, তুলের গরল

ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এ বছরের এস.এস.সি পরীক্ষার অংকের প্রশ্নের মধ্যে সরল অংক তুল বেহিয়েছে। পরীক্ষার মধ্যে প্রশ্নের তুল ধরা পড়লে সে তুল সংশোধনের সময় থাকে না। ঢাকা বোর্ডেরও সময় মেনেনি। অতএব গোজামিল দিয়ে ব্যাপারটা সারার চেটা করা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এলান করেছেন যে, তুল প্রশ্নের অংকটা সঠিক নিয়মে করা হলে নম্বর দেয়া হবে। চমৎকার সিদ্ধান্ত। তুল প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয় না। যেমন প্রশ্ন, উত্তর তেমনি হবে। সেক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করলে নম্বর দেয়া হবে বললেই তুলের সংশোধন হয় না। এমনো হতে পারে অনেকে তুল অংকের পিছনে বহু সময় খরচ করেও উত্তর মেলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটাই বাদ দিয়ে দিয়েছে। আবার এইভাবে সময় নষ্ট হওয়ায় কেউ কেউ হয়তো সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময়ই পারেনি। এদের কতিপয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিভাবে করবেন?

সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র গলদ থাকার ঘটনা যাবো মধ্যে ঘটে। কিছুকাল আগে অল্প এক বোর্ডের কোন এক বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরী হয়েছিল যে, পরীক্ষার্থী সব প্রশ্নের নিতুল জবাব দিলে একশ' নম্বরের মধ্যে একশ' দশ নম্বর তার প্রাপ্য হতো। এমনি দায়সারী গোছের পরীক্ষা নেয়ার দরুন প্রশ্ন কাঁস প্রায়ই হয়ে থাকে এবং তার ফলে পরীক্ষার মাঝখানেই কোন কোন বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। এছাড়া পরীক্ষায় নকলের ছড়াছড়ি এবং পরীক্ষার্থী ও পরিদর্শক বহিকারের অসংখ্য ঘটনা আছে, যা প্রতিবছর প্রত্যেক পরীক্ষার সময়েই ঘটে থাকে। এবার ঢাকা বোর্ডের এস.এস.সি পরীক্ষায় ধামরাই কেন্দ্রে একদিনেই দশজন পরীক্ষার্থী ও দশজন পরিদর্শককে বহিকার করা হয়। পরীক্ষার খাতা কেলেংকারি, অর্থের মহিমায় অপপ্রত্যাশিত ফললাভ প্রভৃতি অনাচার পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থাসমূহে কম ঘটে না। পত্র-পত্রিকায় এসব নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি। কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে সচ্ছন্দতা, অনাচার দূর করার আন্তরিক প্রচেষ্টা শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আজো নিতে পারেননি।

তাঁদের এই অক্ষমতার হেতু বাইথাকনা কেন এর ফলে বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো প্রহসনেই যে পরিণত হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেখানে প্রশ্নপত্রে তুল থাকে, পরীক্ষার খাতা দেখার নিষ্পত্তিতে অর্থের যোগটাই যেখানে বড়, নকলের বাহাছুরিতে যেখানে সার্টিফিকেট হস্তগত করার সুবিধা সৃষ্টি হয় ও নকল ধরায় পিটুনি খাওয়ার ঘটনা ঘটে পরীক্ষক, পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসমত সকলে যেখানে অসতুপায় অবলম্বন করে ও পাসের সার্টিফিকেট মুঠোর মধ্যে আনার ক্ষমতা অস্থির, সেখানে পরীক্ষা নামের এই প্রহসনটা দেখানো কেন? সচ্ছন্দতা ও অনাচারেরই এমন পরীক্ষায় পাসের সার্টিফিকেট-ধারীরা তাঁদের কৃতিত্বের যে নিদর্শন সৃষ্টি করছে দেশের সর্বত্রই তো তা দুঃস্থান। এই কৃতিত্ব দেশ যে পথে এগিয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই দেশবাসীকে তাহি মধুস্বপন ডাক ছাড়তে হচ্ছে। পরীক্ষা উপলক্ষে অস্তায়-অনাচারের ষাড়স্ত গাছটির গোড়ায় বার বার পানি ঢেলে সজীব করার বর্তমান রীতির বদল এ অবস্থায় জরুরী হয়েই দাঁড়িয়েছে। সচ্ছন্দতা দূর করার নীতিকথা বলে কাজ নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় এদেশের কোন মহাপুরুষের পক্ষেই ওটা আর সম্ভব নয়। সুতরাং পরীক্ষার ধারাটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বদলানোর উদ্যোগ নেয়া হোক। তাতে অপরাধের নতুন জোয়ার সৃষ্টির সুযোগ একটু কমবে। এমনিতে যখন এসব পরীক্ষার সার্টিফিকেটের উপর চাকরিদাতা ও সরকারী কোন আস্থা নেই, তখন সে সার্টিফিকেটের

হয় না তার জন্য যথাযথ শিক্ষা ও পরীক্ষার উপায় সরকার গ্রহণ করুন।